আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলাঃ বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ: (২৯ মার্চ,২০২০) বুলেটিন নং ১৩২	২৯ মার্চ হতে ০২ এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ২৫ মার্চ হতে ২৮ মার্চ, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২৫ মার্চ	২৬ মার্চ	২৭ মার্চ	২৮ মার্চ	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩১.০	৩১.৮	৩২.০	৩৫.১	৩১.০-৩৫.১
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২১.৭	২২.৪	২৪.০	২৩.৬	২১.৭-২৪.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৫০.০-৯৩.০	৪৮.০-৯৮.০	৬৩.০-৯৮.০	৪৪.০-৯১.০	৪৪-৯৮
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১১.১	৩.৭	৫.৬	৩.৭	৩.৭-১১.১
মেঘের পরিমান (অক্টা)	০	২	১	০	০-২
বাতাসের দিক	পশ্চিম /উত্তর-পশ্চিম	পশ্চিম /উত্তর-পশ্চিম	পশ্চিম /উত্তর-পশ্চিম	পশ্চিম /উত্তর-পশ্চিম	পশ্চিম /উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(২৯ মার্চ হতে ০২ এপ্রিল,২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৪.৭-৩৭.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৭.৫-১৯.৪
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৩৩.০-৭৭.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.০-৩.২
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	পশ্চিম /উত্তর-পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘন্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন নেই। গত চারদিনে শুষ্ক অবস্থা বিরাজমান ছিল এবং আগামী ০৫ দিন শুষ্ক অবস্থা বিরাজমান থাকবে। বিস্তারিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ নীচে দেওয়া হলো।

বোরো ধান:

কুশি থেকে থোড় পর্যায়-

- এডব্লিউডি পদ্ধতি অনুসরণ করে কাইচ থোড়ের আগে পর্যন্ত জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন। কাইচ থোড় পর্যায়ে জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- চারার বয়স ৯০-১১০ দিন হলে ইউরিয়া ও পটাশ সার শেষ উপরি প্রয়োগ করুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্বোফুরান গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বালাইনাশক প্রয়োগ করার আগে সেচের পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে নাটিভো ৭৫ডব্লিউজি/ট্রুপার @ ০.৬ গ্রাম/লিটার পানি অথবা প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি এমিস্টার টপ ৩২৫ এসপি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বাদামী দাগ রোগের আক্রমণ হলে থিওভিট+পটাশ প্রয়োগ করুন।
- বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- লিফ মাইনর নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ক্লোরোপাইরিফস @২.৫ মিলি অথবা কুইনালফস @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- শোষক পোকার জন্য প্রতি লিটার পানিতে মনোক্রোটোফস @ ১.৬ মিলি অথবা ইমিডাক্লোরোপিড @ ০.৩ মিলি অথবা ডাইমেথয়েট @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- টিক্কা রোগের জন্য প্রতি একরে ম্যানকোজেব @ ৪০০ গ্রাম+কার্বেন্ডাজিম @ ২০০ গ্রাম অথবা হেক্সাকোনাজল @ ৪০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

সবজি:

- হালকা সেচ প্রদান করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পেঁয়াজে থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।

- বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতি একর জমিতে ১০টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- ফল পর্যায়ে টমেটো ও বেগুনে ব্লাইট রোগ দেখা দিলে ১০ লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিলে সপ্তাহে একদিন অনুমোদিত মাত্রায় নিমের তেল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উদ্যান ফসল:

- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাঙ্কার রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- আমের ফল ঝরে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- আমে ফলের মাছি পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পাট:

- টারমাইট ও ক্রিকেট আক্রান্ত জমিতে বীজতলা তৈরির সময় মাটি শোধন করে নিতে হবে।
- মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্দ্রতা থাকলে বীজ বপন শুরু করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।
- টীকা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।

মৎস্য:

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন।